বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো পদ্ধতির ওপর পরিচালিত অডিট রিপোর্ট

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

অর্থ বৎসরঃ ২০০৭-০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো পদ্ধতির ওপর পরিচালিত অডিট রিপোর্ট

প্রথম খন্ড

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

অর্থ বৎসরঃ ২০০৭-০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচীপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩.	প্রথম অধ্যায়	১-২১
৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ	৩-৪
৫.	নির্বাহী সার সংক্ষেপ	৫
৬.	অডিট বিষয়ক তথ্য	৬-১৩
৭.	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	১৪-১৭
৮.	অনিয়ম ও ক্ষতি সমূহের কারণ	১৭-১৮
৯.	অডিটের সুপারিশ	১৯-২১
১০.	দ্বিতীয় অধ্যায়	২২-৫৯
১১.		

অনুচ্ছেদ নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং	
উদ্দেশ্য-১ঃ কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে পারফরমেন্স পরিমাপ করা।			
১.০১	মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য কতখানি অর্জিত হয়েছে তা মনিটরিং করার জন্য প্রয়োজনীয় ডাটাবেইজ গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়নি।	২৪-২৮	
১.০২	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত রুলস ও গাইড লাইন প্রনয়ন (Enactment) সংক্রান্ত -কোন বাস্তব অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি।	২৯	
উদ্দেশ্য-২ঃ কর্মসূচী/প্রকল্প/জনবল/সম্পদ ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা			
২.০১	অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে গড়ে উঠা সামাজিক বনায়নের কাঠ থেকে বিক্রয়লব্ধ ১৭.৪৩ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়নি-যা সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর উপর নেগেটিভ (Negative) প্রভাব ফেলেছে	৩০-৩২	
২.০২	সামাজিক বনায়নে উপকারভোগীদের ৮৮.৮৩ কোটি টাকা বন্টনে মাত্রাধিক সময় ক্ষেপন করা হয়েছেঃ উপকারভোগীরা উৎসাহ হারাচ্ছে	৩৩-৩৪	
২.০৩	দুর্বল বনায়ন পরিকল্পনার কারনে অর্থ অপচয় ঃ উপকার ভোগীদের সংগঠিত করার পূর্বেই বনায়ন করায় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে	৩৫	
২.০৪	এয়ার কোয়ালিটি প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের কোন দৃশ্যমান ফলাফল দেখা যায়না	৩৬	
২.০৫	ঢাকা শহর সংলগ্ন নদীর দূষণ রোধে পরিবেশ অধিদপ্তর কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি	৩৭	
২.০৬	বন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রকল্প সমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে	৩৮	
২.০৭	সীমিত প্রকল্প সম্পদের ব্যবহার করা হয়নি	৩৯	
২.০৮	যথাযথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন না করায় প্রকল্পের অর্থ ফেরৎ দিতে হয়েছে; যা দেশের ভাবমূর্তীকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে	৪০	
উদ্দেশ্য-৩ঃ অর্থ ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের দুর্বলতা পর্যালোচনা			
৩.০১	সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে অব্যবস্থাপনা ঃ দু'বার পরিশোধের ফলে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হয়েছে	৪১-৪২	

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ			পৃষ্ঠা নম্বর
	৩.০২	গৃহীত জিপিএফ অগ্রিম বাদ না দিয়েই জিপিএফ একাউন্টস স্লিপ ইস্যু করায় অতিরিক্ত জিপিএফ ব্যালান্স দেখানো হয়েছে	৪৩	
	৩.০৩	সম্পাদিত কার্যের কোন মূল্যায়ন না করেই পাহারাদারদের বিল বাবদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে	৪৪	
	৩.০৪	বন গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর কর্মকর্তা কর্তৃক অপ্রয়োজনীয় ভ্রমন বাবদ ব্যয়	৪৫	
	উদ্দেশ্য-৪ঃ **বাজেট প্রনয়ন, বাস্ড়বায়ন ও মনিটরিং-এ এমটিবিএফ পলিসি, নিয়ম ও মানদন্ড সমূহের প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা।**			
	৪.০১	এমটিবিএফ বাস্ড়বায়ন অবস্থার মূল্যায়ন	৪৩-৪৮	
	৪.০২	এমটিবিএফ ব্যবস্থাপনার কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য আরো কাঠামোগত সমন্বয়/ সংস্কার এর প্রয়োজন রয়েছে	৪৯-৫০	
	৪.০৩	এমটিবিএফ (বাজেট) ব্যবস্থাপনায় প্রো-এ্যাকটিভ (Proactive) ভূমিকা এর কার্যকর প্রয়োগে সুফল বয়ে আনতে পারে	৫১	
	৪.০৪	বন বিভাগে এমটিবিএফ (বাজেট) ব্যবস্থাপনা: বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (বিএমসি) কার্যরত নয়	৫২	
	উদ্দেশ্য-৫ঃ রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার সাথে প্রকৃত অর্জনের সামঞ্জস্যতা এবং খরচের সাথে অনুমোদিত বাজেটের সামঞ্জস্যতা যাচাইকরণ			
	৫.০১	সরকারের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজস্ব অর্জন পদ্ধতি শক্তিশালী করণ প্রয়োজন	৫৩-৫৪	
	উদ্দেশ্য-৬ঃ এমটিবিএফ কাঠামোর আওতায় দারিদ্রতা ও জেন্ডার ইস্যূ সমূহ মন্ত্রণালয়/দপ্তরসমূহে বাস্ড়বায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা			
	৬.০১	দারিদ্রতা ও জেন্ডার ইস্যুসমূহ বাস্তবায়নে প্রো-এ্যাকটিভ এবং ইনোভেটিভ হওয়া প্রয়োজন	৫৫-৫৭	
	৬.০২	জেন্ডার ইস্যু বিষয়ক ফলাফল সম্পর্কিত তথ্যাদি ও নিরীক্ষার ফাইন্ডিংস এর মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত	৫৮-৫৯	
১২.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর			**৫৯**

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এমেন্ডমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

আহমেদ আতাউল হাকিম
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
অব বাংলাদেশ।

তারিখঃ ..... বঙ্গাব্দ

খ্রিষ্টাব্দ

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

সীমীত সম্পদের সুষ্ঠু ও কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে লক্ষ্যার্জন এবং মন্ত্রণালয় পর্যায়ে জবাবদিহিতামূলক দক্ষ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে এদেশে মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) প্রবর্তন করা হয়। প্রথম অবস্থায় ৪টি মন্ত্রণালয়কে এমটিবিএফ এর আওতায় আনা হয়। পরবর্তীতে আরও ১৬টি মন্ত্রণালয়কে এমটিবিএফ এর নেটওয়ার্কে আনা হয়েছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়কে অর্থ বছর ২০০৭-০৮ এ এমটিবিএফ ব্যবস্থাপনর আওতায় আনা হয়।

মূলতঃ নতুন এই সিস্টেম সূচিত হওয়ার পর সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে কিনা, এই নতুন সিস্টেমকে কার্যকর করার জন্য লাইন মন্ত্রনালয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে কিনা, এবং এর স্বার্থক প্রয়োগ নিশ্চিতকরণের জন্য প্রধান সমস্যাসমূহকে চিহ্নিতকরণ এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরকে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে ২টি এমটিবিএফ মিনিষ্ট্রি সিস্টেম অডিট করার দায়িত্ব দেন। এরই আলোকে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ওপর অডিট সম্পাদনপূর্বক এর প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হলো।

প্রতিবেদনটিতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে এমটিবিএফ কাঠামোর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সার্বিক নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার একটি ধারণা এতে পাওয়া যাবে। ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের কার্যক্রমের ওপর নমুনায়নের ভিত্তিতে নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত সিস্টেম দুর্বলতা ও আর্থিক অনিয়ম সমূহ এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে যে সকল সিস্টেম সম্পর্কিত ও আর্থিক বিষয়ে মন্তব্য করা হয়েছে তা মূলতঃ উদাহরণমূলক এবং নমুনা হিসেবে গৃহীত অফিসসমূহের বাস্তব চিত্রের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সার্বিক আর্থিক ব্যবস্থাপনার ওপর কোন চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়নি এবং নিরীক্ষার উদ্দেশ্যও তা ছিলনা। উলে-খ্য যে, নিরীক্ষার ফাইন্ডিংস ও সুপারিশসমূহ ইতোমধ্যে ১০ই মে, ২০০৯ এ পরিবেশ অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনষ্টিটিউট এবং ১২ই মে, ২০০৯ এ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে প্রেরিত ম্যানেজমেন্ট লেটারে আলোকপাত করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, মন্ত্রণালয় পর্যায়ে এমটিবিএফ সিস্টেম কাঙ্খিত মাত্রায় কার্যকর হয়নি। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের মধ্যে এমটিবিএফ সিস্টেম সম্পর্কে পরিস্কার ধারনা না থাকায় মন্ত্রনালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে গৃহীত কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কবু Performance Indicator (KPI) অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে যথাযথভাবে তথ্য সংরক্ষিত না হওয়ায় এবং প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণেই অনিয়মগুলো সংগঠিত হয়েছে। মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো কার্যকর করতে হলে এই অনিয়মগুলো প্রতিরোধে এখনই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

তারিখঃ ..... বঙ্গাব্দ
খ্রিষ্টাব্দ

মোঃ আবদুল বাছেত খান
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

গ

অ্যাক্রোনিমস্ (Acronyms) 7

1.	AQMN	=	Air Quality Monitoring Network.
2.	AQMP	=	Air Quality Management Project.
3.	BCC	=	Budget Call Circular.
4.	BFRI	=	Bangladesh Forest Research Institute.
5.	BMC	=	Budget Monitoring Committee.
6.	BWG	=	Budget Working Group.
7.	CAO	=	Chief Accounts Officer.
8.	CCOF	=	Chief Conservator of Forest.
9.	KPI	=	Key Performance Indication.
10.	TOR	=	Terms of Reference.
11.	TO&E	=	Table of Organization & Equipments .
12.	MTBF	=	Medium Term Budgetary Frame Work.
13.	NSAPR	=	National Strategy for Accelerated Poverty Reduction.
14.	ODS	=	Ozone Depletion Strategy .
15.	UNDP	=	United Nations Development Program.
16.	WHO	=	World Health Organization.
17.	DFO	=	District Forest Officer.

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	শিরোনাম	জড়িত টাকা
উদ্দেশ্য-১ঃ	**কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে পারফরমেন্স পরিমাপ করা।**	
১.০১	মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য কতখানি অর্জিত হয়েছে তা মনিটরিং করার জন্য প্রয়োজনীয় ডাটাবেইজ গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়নি।	
১.০২	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ড় রুলস ও গাইড লাইন প্রনয়ন (Enactment) সংক্রান্ত -কোন বাস্তব অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি।	
উদ্দেশ্য-২ঃ	**কর্মসূচী/প্রকল্প/জনবল/সম্পদ ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা**	
২.০১	অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে গড়ে উঠা সামাজিক বনায়নের কাঠ থেকে বিক্রয়লব্ধ ১৭.৪৩ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়নি-যা সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর উপর নেগেটিভ (Negative) প্রভাব ফেলেছে	১৭.৪৩ কোটি টাকা
২.০২	সামাজিক বনায়নে উপকারভোগীদের ৮৮.৮৩ কোটি টাকা বন্টনে মাত্রাধিক সময় ক্ষেপন করা হয়েছেঃ উপকারভোগীরা উৎসাহ হারাচ্ছে	৪৪.৮৩ লক্ষ টাকা
২.০৩	দুর্বল বনায়ন পরিকল্পনার কারনে অর্থ অপচয় ঃ উপকার ভোগীদের সংগঠিত করার পূর্বেই বনায়ন করায় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে	৮৭.৭৮ লক্ষ টাকা
২.০৪	এয়ার কোয়ালিটি প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের কোন দৃশ্যমান ফলাফল দেখা যায়না	
২.০৫	ঢাকা শহর সংলগ্ন নদীর দূষণ রোধে পরিবেশ অধিদপ্তর কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি	
২.০৬	বন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রকল্প সমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে	
২.০৭	সীমিত প্রকল্প সম্পদের ব্যবহার করা হয়নি	
২.০৮	যথাযথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন না করায় প্রকল্পের অর্থ ফেরৎ দিতে হয়েছে; যা দেশের ভাবমূর্তীকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে	
উদ্দেশ্য-৩ঃ	**অর্থ ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের দুর্বলতা পর্যালোচনা**	
৩.০১	সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে অব্যবস্থাপনা ঃ দু'বার পরিশোধের ফলে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হয়েছে	১.৫১ লক্ষ টাকা
৩.০২	গৃহীত জিপিএফ অগ্রিম বাদ না দিয়েই জিপিএফ একাউন্টস স্লীপ ইস্যু করায় অতিরিক্ত জিপিএফ ব্যালান্স দেখানো হয়েছে	৫.৩৩ লক্ষ টাকা
৩.০৩	সম্পাদিত কার্যের কোন মূল্যায়ন না করেই পাহারাদারদের বিল বাবদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে	১.২৬ কোটি টাকা
৩.০৮	বন গবেষণা ইনষ্টিটিউট এর কর্মকর্তা কর্তৃক অপ্রয়োজনীয় ভ্রমন বাবদ ব্যয়	৩.১৩ লক্ষ টাকা

উদ্দেশ্য-৪ঃ **বাজেট প্রনয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং-এ এমটিবিএফ পলিসি, নিয়ম ও মানদন্ড সমূহের প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা।**		
৪.০১	এমটিবিএফ বাস্তবায়ন অবস্থার মূল্যায়ন	
৪.০২	এমটিবিএফ ব্যবস্থাপনার কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য আরো কাঠামোগত সমন্বয়/ সংস্কার এর প্রয়োজন রয়েছে	
৪.০৩	এমটিবিএফ (বাজেট) ব্যবস্থাপনায় প্রো-এ্যাকটিভ (Proactive) ভূমিকা এর কার্যকর প্রয়োগে সুফল বয়ে আনতে পারে	
৪.০৪	বন বিভাগে এমটিবিএফ (বাজেট) ব্যবস্থাপনা: বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (বিএমসি) কার্যরত নয়	
উদ্দেশ্য-৫ঃ রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার সাথে প্রকৃত অর্জনের সামঞ্জস্যতা এবং খরচের সাথে অনুমোদিত বাজেটের সামঞ্জস্যতা যাচাইকরণ		
৫.০১	সরকারের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজস্ব অর্জন পদ্ধতি শক্তিশালী করণ প্রয়োজন	
উদ্দেশ্য-৬ঃ এমটিবিএফ কাঠামোর আওতায় দারিদ্রতা ও জেন্ডার ইস্যু সমূহ মন্ত্রণালয়/দপ্তরসমূহে বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা		
৬.০১	দারিদ্রতা ও জেন্ডার ইস্যুসমূহ বাস্তবায়নে প্রো-এ্যাকটিভ এবং ইনোভেটিভ হওয়া প্রয়োজন	
৬.০২	জেন্ডার ইস্যু বিষয়ক ফলাফল সম্পর্কিত তথ্যাদি ও নিরীক্ষার ফাইন্ডিংস এর মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত	

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ ঃ

পটভূমি ঃ

অর্থ বছর ২০০৭-০৮ থেকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় আনা হয়েছে। মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF) একটি নতুন বাজেট প্রণয়ন পদ্ধতি বা কৌশল যা সাধারণ ভাবে মধ্য মেয়াদি ব্যয় কাঠামো নামে পরিচিত। এতে এক বছরের পরিবর্তে সাধারণতঃ তিন বছরের জন্য বাজেট প্রণয়ন করা হয়। মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামোতে সরকারের ব্যয় পরিকল্পনা তার কৌশলগত উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং গৃহীত কার্যক্রমের সাথে সঙ্গতি রেখে সম্পদ বন্টন করতে হবে। এ পদ্ধতিতে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সমূহকে অর্থ বরাদ্দ এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে অধিকতর দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। অর্থাৎ মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামো প্রণয়নের উদ্দেশ্য হল মধ্য মেয়াদে প্রাপ্তব্য সম্পদের ভিত্তিতে সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগের জন্য একটি বাস্তবসম্মত ব্যয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং বরাদ্দকৃত বাজেট এর সাথে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর/ সংস্থাসমূহের কর্ম সম্পাদনের মধ্যে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করা। কাজেই এমটিবিএফ কাঠামোতে বাজেট পরিকল্পনাকে শুধুমাত্র সংখ্যাভিত্তিক প্রকাশই নয় " কার্যকর পরিকল্পনা " হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এতে ব্যয় পরিকল্পনা এমন ভাবে করতে হবে যাতে করে " জাতীয় দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রে " বর্ণিত দারিদ্র নিরসন, নারীর ক্ষমতায়নকে ধনাত্মকভাবে প্রভাবিত করা যায়।

মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতাভূক্ত মন্ত্রণালয়ের সার্বিক চিত্র একসাথে বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা পূর্বক মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের একটি সার্বিক মূল্যায়ন সম্ভবপর হয়। এই নিরীক্ষায় শুধুমাত্র ভুল ত্রুটি যাচাই নয়, সিস্টেমের কোন দুর্বলতার জন্য তা ঘটেছে চিহ্নিত করা এবং সেই সাথে ভুল -ত্রুটি সমূহ দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা।

নিরীক্ষার প্রাথমিক তথ্যবলী

- **নিরীক্ষার বছর** ঃ অর্থবছর ২০০৭-০৮
- **নিরীক্ষিত ইউনিট** ঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ অধিদপ্তর সমূহ।
- **নিরীক্ষার প্রকৃতি** ঃ পারফরম্যান্স অডিট।
- **নিরীক্ষার সময়কাল** ঃ ১৬/১১/২০০৮ - ২৯/৩/২০০৯ পর্যন্ত।

- **নিরীক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্য ঃ**

নিরীক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্য ছিল- মন্ত্রণালয় তার জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট এর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করতে পেরেছে কিনা এবং উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছিল কিনা।

- **নিরীক্ষার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমূহ ঃ**

১. মধ্য মেয়াদী উদ্দেশ্যের বিপরীতে মন্ত্রণালয়ের অর্জন পরীক্ষা।

২. প্রোগ্রাম/ প্রকল্প/ সম্পদের ব্যবস্থাপনা মূল্যায়ন।

৩. অর্থ ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে কোন দুর্বলতা আছে কিনা তা যাচাই।

৪. বাজেট তৈরী, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং; মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর নীতি, নিয়ম এবং স্ট্যান্ডার্ড মানা হয়েছে কিনা যাচাই।

৫. আয়ের লক্ষ্যমাত্রার সাথে প্রকৃত আয়ের এবং বাজেটের সাথে প্রকৃত ব্যয়ের তুলনা করা।

৬. মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোতে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ সমূহ জেন্ডার ও দারিদ্র বিমোচন বিষয় দুটিকে কতখানি অর্জন করতে পেরেছে তা মূল্যায়ন ।

- **নিরীক্ষার পদ্ধতিঃ**
    - প্রতিষ্ঠানের মিশন, চার্টার, সাংগঠনিক কাঠামো, আর্থিক ও সাংগঠনিক কার্যাবলী সম্পর্কে ধারণা লাভ করা হয়।
    - সংগৃহীত তথ্যাবলী বিশ্লেষণের মাধ্যমে ম্যাটেরিয়ালিটি ও ঝুঁকি নির্ধারণ সহ কিভাবে নিরীক্ষা করা হবে এবং কোথায় করা হবে অর্থাৎ অডিট ইউনিটের সংখ্যা এবং অডিটের আওতা নির্ধারণ করা হয়েছে।
    - প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে মূল্যায়ন করে অনুমোদন, হিসাবভূক্তিকরণ এবং রিপোর্টিং সঠিক ও যথাযথ হয়েছে কিনা তা দেখা হয়েছে।
    - অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করে সমস্ত নিরীক্ষা প্রক্রিয়াটি সম্পাদন করা হয়েছে।

- মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন শেষে বিভিন্ন ইউনিট থেকে প্রাপ্ত নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ একীভূত করে এমটি বি এফ সিষ্টেম কিভাবে কাজ করছে, এটি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কি ধরনের সমস্যার উদ্রেক হচ্ছে তার সামষ্টিক চিত্র পাওয়ার কারণে নিরীক্ষা দলের পক্ষে সিষ্টেম উন্নয়নের জন্য গঠনমূলক সুপারিশ করা সম্ভবপর হয়েছে।

- **নিরীক্ষার আওতা ঃ**

মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামোর লক্ষ্য অর্জনের জন্য মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ যে সকল অধিদপ্তর, দপ্তর রয়েছে তার সবগুলোই এই নিরীক্ষার আওতা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে অর্থাৎ-

- বাজেট প্রণয়নের সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহ।
- যে দপ্তর সমূহের জন্য বাজেট বরাদ্দ হয়েছে।
- বাজেট খরচের সাথে সম্পৃক্ত দপ্তর সমূহ।
- প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় ও জেলা হিসাব রক্ষণ অফিস (এই অফিস সমূহ নিরীক্ষার জন্য নয়, মূলতঃ প্রাপ্য তথ্যাদি যাচাই এর জন্য নিরীক্ষার আওতায় আনা হয়েছে)।

এই নিরীক্ষায় যে সমস্ত অফিস নিরীক্ষার আওতায় নেয়া হয়েছিল, সেই সব অফিসের নাম ও অফিস প্রধানের নাম সংযুক্তির টেবিল 'এ' তে দেখানো হয়েছে।

- **যারা নিরীক্ষা সম্পাদন করেছেন ঃ**

		▪ জনাব তানভির আক্তার হোসেন খান, এসিএজি (রির্জাভ), সিএজি কার্যালয়, দলনেতা ▪ জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান, উপ-পরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর, সদস্য ▪ জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল, নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর, সদস্য ▪ জনাব অলিমা খাতুন, নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা, বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর, ▪ জনাব সুশীল কুমার অধিকারী , নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, সদস্য
সংশ্লিষ্ট জাতীয় পরামর্শক	ঃ	▪ জনাব মোঃ আবুল কাশেম, জাতীয় পরামর্শক, এফএমআরপি প্রকল্পের কম্পোনেন্ট-১ এর পক্ষে।
নিরীক্ষা প্রতিবেদন তত্ত্বাবধান	ঃ	▪ ড. এ কে এম মুনিরুল হক, পরিচালক।
নিরীক্ষা রিপোর্টের সার্বিক তত্ত্বাবধান	ঃ	মোঃ আবদুল বাছেত খান, মহাপরিচালক।

🗁 এক নজরে কার্যালয়ভিত্তিক নিরীক্ষার ফাইন্ডিংসমূহ ঃ

মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো মূলতঃ অনুসৃত ইনক্রিমেন্টাল বাজেটের চেয়ে উন্নত প্রক্রিয়া। এ পদ্ধতির সফল প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন নির্ভর করে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি- "বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ" ও "বাজেট মনিটরিং কমিটি"র কার্যকারিতার উপর যারা মূলতঃ মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য, এর প্রধান কার্যাবলী, সম্ভাব্য অর্জন এবং প্রধান পারফরমেন্স ইন্ডিকেটরসমূহ র্নিধারণ করে থাকেন যাতে করে মন্ত্রণালয় তার কৌশলগত উদ্দেশ্য ও অগ্রাধিকার কার্যক্রমের সাথে সম্পদের সুষ্ঠু ও কার্যকর সমন্বয় সাধন করতে পারে। এই নতুন বাজেট কাঠামোর বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন কার্যকর মনিটরিং ও মূল্যায়ন ব্যবস্থাপনা।

আলোচ্য নিরীক্ষায় মধ্যমেয়াদী বাজেট বাস্তবায়নে বেশ কিছু দুর্বলতা/ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। এর কিছু কিছু মন্ত্রনালয় ও অধিদপ্তরের জন্য সাধারণ (Common) ইস্যু। আবার কিছু কিছু বিষয় স্ব স্ব কার্যালয়ের সাথে সম্পর্কিত। নিম্নে তা ধারাবাহিকভাবে উলে□খ করা হলোঃ-

সাধারণ (Common) ইস্যুসমূহ ঃ

১॥ কার্যকর পরিকল্পনা ও কৌশল প্রয়োগের প্রয়োজন ঃ-

প্রতিষ্ঠানের ভিশন, রোডম্যাপ, অগ্রাধিকার কর্মসূচি নির্ধারণ এবং সমন্বয়ের জন্য কার্যকর পরিকল্পনার প্রয়োজন। একটি প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত পরিকল্পনা এর বিভিন্ন কর্মসূচির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা চিহ্নিত করতে পারে, ফলে কর্মসূচি/ সিষ্টেমসমূহের সুবিধাসমূহ সমন্বিতভাবে অর্জন করা সম্ভবপর হয়। নিরীক্ষায় বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ অধিদপ্তরদ্বয়ে কার্যকর পরিকল্পনা ও কৌশলের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়নি। যার ফলশ্রুতিতে-

- মন্ত্রণালয় মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় প্রথম বছর অতিবাহিত করলেও, মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামোতে বাজেট নিয়ে যে ধরণের যাচাই বাছাই দরকার তার কিছুটা বাজেট মনিটরিং/ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে দেখা গেলেও, বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপে এর সামান্যই লক্ষ্য করা গেছে।
  - এ কারণে বাজেটে আয় ও ব্যয় এর পরিমাণ সম্পর্কে বাস্তব সম্মত পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব হয়নি। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে বাজেটের অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি এবং প্রকল্পের অর্থ ফেরত দিতে হয়েছে।

২॥ এন্টার প্রাইজ আর্কিটেকচার এর উন্নয়ন ও যথার্থ ব্যবহার প্রয়োজন ঃ-

এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার হলো একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্লু-প্রিন্ট (Blue Print)। এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার খুবই গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে এর মাধ্যমে জানা যায় প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে কিভাবে কাজ করছে এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজন ও বাস্তবতার নিরীখে কিভাবে পরিবর্তিত হতে চায়। এর কার্যকর ব্যবহারের দ্বারা দুর্বল প্রক্রিয়া এবং সিষ্টেমসমূহ, অপ্রয়োজনীয় ইন্টারফেস সমূহ, যা কার্যকর রাখা ব্যয় বহুল, আবার প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য

অর্জনের জন্য সহায়কও নয় এ ধরনের বিষয়সমূহ চিহ্নিতকরণ ও এড়ানো (avoid) সম্ভবপর হয়। মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহে এর কার্যকর প্রয়োগ না থাকায়-

- প্রকল্পসমূহের মধ্যে সমন্বয় এর অভাব রয়েছে-স্বল্প/একই ধরণের কাজের জন্য অনেক প্রকল্প গ্রহনের প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়।
- সামাজিক বনায়ন থেকে প্রাপ্ত অর্থ উপকার ভোগীদের মধ্যে যথাসময়ে বিতরণ না করা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিতরণ না করা।
- এলাকা ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার সাথে এবং বিতরণকৃত পরিবেশ প্রত্যয়নের সংখ্যার মধ্যে সমন্বয়হীনতা।
- পরিবেশের বিভিন্ন ইস্যুতে স্থায়ী ব্যবস্থার চেয়ে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহ।

৩॥ **কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে পারফরমেন্স মনিটরিং করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যবলীর ডাটা বেইজ গড়ে তোলা হয়নিঃ-**

অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত অর্থ বছর ২০০৭-০৮ এর এম টি বি এফ বইতে মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থার মধ্য মেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং প্রধান কার্যাবলীসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু মন্ত্রণালয় কিংবা এর অধীনস্থ দপ্তর সমূহের কোথায়ও এই কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহের অর্জন ও এর সাথে সম্পর্কিত প্রধান কার্যাবলীর অগ্রগতি সম্পর্কিত কোন তথ্য সংগ্রহ করা হয় না। এর ফলশ্রুতিতে মন্ত্রণালয় তার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ কতখানি অর্জন করেছে সে সম্পর্কিত বিশ্বাসযোগ্য কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি।

৪॥ **দ্রুত দারিদ্রতা দূরীকরণ জাতীয় কৌশলপত্রানুযায়ী (NSAPR) দারিদ্র ও জেন্ডার ইস্যু ঃ**

দারিদ্র ও জেন্ডার ইস্যুসমূহকে এমটিবিএফ প্রনয়নের সময় বিবেচনা করা হলেও, মন্ত্রনালয় তার গৃহীত কার্যক্রমের দ্বারা এই ইস্যুসমূহকে কতখানি প্রভাবিত করতে পেরেছে তা পরিমাপ করার জন্য কোন প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকর ব্যবস্থা দেখা যায়নি। উল্লেখ্য যে, দারিদ্র ও জেন্ডার ইস্যুকে প্রভাবিত করার বিষয়ে এমটিবিএফ বইতে মন্ত্রণালয়ের উপস্থাপিত তথ্য এবং মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষার ফাইন্ডিংসেও ভিন্নতা লক্ষ্য করা গেছে।

মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তর সমূহের ভিন্ন ভিন্ন ইস্যু সমূহঃ

মন্ত্রণালয়ের সচিবালয় পর্যায়ে প্রধান নিরীক্ষা ফাইন্ডিংসসমূহ

১. এমটিবিএফ ব্যবস্থাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে ঃ বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ/বাজেট মনিটরিং কমিটির প্রো-অ্যাকটিভ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়নি।

২. কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত রুলস ও গাইডলাইন তৈরীর কোন অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়নি।

৩. প্রকল্প বাস্তবায়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় প্রকল্পের অর্থ ফেরৎ দিতে হয়েছে।

বন বিভাগের প্রধান নিরীক্ষা ফাইন্ডিংসমূহ ঃ

(ক) প্রকল্প/ কর্মসূচি ব্যবস্থাপনার উপর ফাইন্ডিংসসমূহ ঃ-

১. সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের আওতায় গড়ে তোলা বনের কাঠ থেকে বিক্রয়লব্ধ আয়ের উপকারভোগীদের অংশ ১৭.৪৩ কোটি টাকা বিতরণ না করায় প্রোগ্রামটির প্রতি উপকারভোগীদের উৎসাহ হ্রাস পাচ্ছে।

২. সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের আওতায় উপকারভোগীদের অংশের ৪৪.৮৩ লক্ষ টাকা বিতরণে অহেতুক বিলম্ব করা হয়েছে।

৩. সঠিক বনায়ন পরিকল্পনা না করায় একটি বন বিভাগে (ডিএফও টাংগাইল) ৮৭.৭৮ লক্ষ টাকা অপচয় হয়েছে।

(খ) নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দূর্বল হওয়ার কারণে সম্পদ বন্টন ও ব্যবহারে অব্যবস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়েছে ঃ-

১. **সাধারন ভবিষ্যত তহবিলে অব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ঃ** জিপিএফ অগ্রিম কর্তন না করে চূড়ান্ত মঞ্জুরী পরিশোধ করায় ১,৫০,৫২৮ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে ।

২. অর্থ বছর ২০০৭-০৮ এ প্রদানকৃত সাধারন ভবিষ্য তহবিলের (জিপিএফ) একাউন্টস স্লিপে অর্থ বছরে প্রদেয় জিপিএফ অগ্রিম বাদ না দেয়ায় ৫,৩২,৭০০ টাকা অতিরিক্ত জিপিএফ ব্যালেন্স দেখানো হয়েছে।

৩. বনায়নের রক্ষনাবেক্ষণ কার্যে নিয়োজিতদের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ না করেই ১,২৬,৩২,৪৮০ টাকা পাহারাদার ভাতা বাবদ ব্যয় করা হয়েছে।

(গ) বাজেট/ আয় সংক্রান্ত ফাইন্ডিংসসমূহ ঃ-

১. সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে পরিচালিত STD A/C'র অর্জিত সুদ সরকারী ট্রেজারীতে জমা না দেয়ায় ৫৩,৮৪,১৮৩/৫৭ টাকা সরকারের ক্ষতি।

২. সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত বেশ কিছু STD A/C এ সুদ জমা (Credit) হয়নি।

৩. উৎস স্থলে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১,২৩,৪২৫/- টাকা ।

পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রধান ফাইন্ডিংসসমূহঃ

এদেশে জন সংখ্যার আধিক্যের জন্য পরিবেশ সংরক্ষনের বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা এদেশে অধিকাংশ জনগোষ্ঠি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে সংগ্রাম করে জীবিকা নির্বাহ করে। দারিদ্র নিরসন এর বিষয়টি পরিবেশের টেকসই (সাসটেইনেবল) উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত। আমাদের জাতীয় দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রে পরিবেশের বিভিন্ন ঝুঁকিসমূহকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এর মধ্যে অন্যতম হলো - ভূমি ক্ষয়, বন ভূমি হ্রাস, বায়ু ও পানি দূষণ এবং জীব বৈচিত্রের প্রতি হুমকীসমূহ ও দুর্বল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। এমটিবিএফ সিস্টেম অডিটে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের উপর আলোকপাত করা হয়েছে ঃ-

১॥ **দুর্বল বাজেট পরিকল্পনার কারণে সম্পদ ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি ঃ-**

বেশ কিছু প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ সমূহ ব্যবহার হয়নি। প্রকল্পসমূহ হলো -

- পরিবেশ দূষণ সার্ভে ও ম্যাপিং প্রকল্প
- বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের জন্য " মালে ডিকলারেশন " বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রকল্প।
- বাংলাদেশ পরিবেশ ইনষ্টিটিউট শক্তিশালী করণ প্রকল্প ।
- চরাঞ্চল ও নিম্নাঞ্চলের জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প।
- সূষম ইকো সিষ্টেম গড়ে তোলার লক্ষ্যে বরেন্দ্র অঞ্চলে বনায়ন প্রকল্প।
- National ODS Phase out Plant (UNDP 'র অংশ)

২॥ **দুর্বল মনিটরিং ব্যবস্থার কারণে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর বিভিন্ন লক্ষ্যার্জন সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়নিঃ**

মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর অন্যতম কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ছিল বড় শহরগুলোর বায়ু দূষণের ক্ষতিকর উপাদানসমূহের মাত্রা কমিয়ে আনা, ২০০৯-২০১০ এর মধ্যে ৩০০০ যানবহনের দূষণমাত্রা গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নিয়ে আসা; এ সংক্রান্ত বিভিন্ন ওয়ার্কসপ/সেমিনার এর আয়োজন করা, শব্দ দূষণ হ্রাস করা, কঠিন বর্জ্য ও হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নতকরণ, পরিবেশের ক্ষতি সাধনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে ১৫০০-২০০০ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে " National Adaptation Plan of Action" এর আওতায় নিয়ে আসা এবং জলবায়ূ দূষণে কার কতটুকু প্রভাব তা জানার জন্য সেক্টর ভিত্তিক জরিপ করা। কিন্তু দূর্বল মনিটরিং এর কারণে উপরোক্ত কাজগুলোর সত্যিকারের অগ্রগতি জানার কোন গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি।

৩॥ **পরিবেশ অধিদপ্তর এখন পর্যন্ত ঢাকা শহরের চার পাশের নদীসমূহকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করার কার্যকর ও শক্তিশালী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনিঃ-**

পরিবেশ অধিদপ্তরের অন্যতম মধ্য মেয়াদী কৌশলগত উদ্দেশ্য হচ্ছে পানি ও শিল্প দূষণ রোধ করা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো- ঢাকা শহরের চারপাশের নদী বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও তুরাগ নদীর দূষণরোধ করে নদী ও নদী সংলগ্ন পরিবেশ উন্নত করা। কিন্তু এক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের স্বপ্রনোদিত কোন কৌশলগত ও কার্যকর পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায়নি। যখন কোন দূষণ ইস্যু তাদের নজরে আনা হয়েছে তখনই কেবল তারা তা রোধের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তবে সে পদক্ষেপগুলোরও অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক নয় এবং ধারাবাহিকতা ছিলনা।

৪॥ **এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজম্যান্ট প্রকল্পের দূর্বল কার্যক্রম ঃ-**

শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে আমরা যে বায়ু গ্রহণ করে থাকি তার বিশুদ্ধতার উপর আমাদের সুস্থ্যতা নির্ভর করে। যানবাহন, শিল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদির মাধ্যমে বায়ু দূষণের কারণে বায়ুর বিশুদ্ধতা হ্রাস পাচ্ছে। দূষিত বাতাস শরীরে মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে থাকে। এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই পরিবেশ অধিদপ্তর মেট্রোপলিটন শহর ও গ্রাম অঞ্চলকে বায়ু ও শব্দ দূষণ থেকে রক্ষা করার জন্য অন্যতম মধ্য মেয়াদী কৌশল হিসেবে নির্বাচন করেছে। তৎপ্রেক্ষিতেই এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়। যদিও এই প্রকল্পটি বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল; কিন্তু এর কার্যক্রমের অর্জন সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট ফলাফল লক্ষ্য করা যায়নি।
বিভিন্ন কার্যক্রমের বাস্তব চিত্র ঃ-

- ***Air Quality Monitoring Network (AQMN) স্থাপন প্রসংগে ঃ-***

  - প্রতিনিয়ত বাতাসের অবস্থা জানার জন্য ৫টি ক্যাম্প এবং ৬টি স্যাটেলাইট স্টেশন, ঢাকা , চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু এগুলোর কার্যক্রম প্রশিক্ষিত জনবলের অভাবে এখন অনেকটাই সীমাবদ্ধ। তবে বাতাসের গুনগত অবস্থার মান কি থাকা উচিত এবং যানবাহনের দূষণ মাত্রা কতটুকু গ্রহণযোগ্য সে সম্পর্কিত স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। যা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে গত ১৯ জুলাই ২০০৫ তারিখে। জ্বালানী ও লুব্রিকেন্ট এর মান সম্পর্কিত স্ট্যান্ডার্ডও পুনঃ নির্ধারণ করা হয়েছে।

- **মনিটরিং নেট ওয়ার্ক থেকে প্রাপ্ত ডাটা (Data) বিশ্লেষণ করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের দক্ষতার উন্নয়ন প্রসংগে ঃ-**

  - মনিটরিং নেটওয়ার্ক থেকে প্রাপ্ত ডাটা বিশে□ষণ করার জন্য কর্মকর্তাদের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রকল্প মেয়াদে দৈনিক ও মাসিক বাতাসের গুনগত মানের উপর AQMP'র ওয়েব সাইটে রিপোর্ট পাওয়া যেত। কিন্তু AQMP'র প্রকল্প সমাপ্তির পর ডাটা বিশে□ষণের ফলাফল দৈনিক ওয়েব সাইটে আর প্রকাশ করা হচ্ছে না।

- **গাড়ীর দূষণ মাত্রা সংক্রান্ত রেগুলেশন এর প্রয়োগ প্রসংগে ঃ-**

  - AQMP প্রকল্প মেয়াদে ঢাকা এবং চট্টগ্রামে প্রায় ৬০০০ এর অধিক গাড়ীর দূষণ মাত্রা পরিমাপ করা হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হলেও, এ সংক্রান্ত কোন তথ্যাদি ও রিপোর্ট নিরীক্ষার যাচাই এর জন্য পাওয়া যায়নি।

  - সম্প্রতি পাশকৃত দূষণ মাত্রা সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ড এর আলোকে কালো ধোয়া নির্গমনকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছিল। কিন্তু এর বিস্তারিত কোন তথ্যাবলী অর্থাৎ কতটি কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছিল, কখন এবং কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল সে সর্ম্পকিত কোন তথ্যবলী পাওয়া যায়নি।

  - AQMP প্রকল্পের অধীনে যানবাহন কর্তৃক দূষণ রোধ করার জন্য বিবিধ অটোক্লিনিক এবং ডিজেল ক্লিনিক স্থাপন করে ড্রাইভার ও মেকানিকদের যানবাহনের তদারক ও পরিদর্শন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কিন্তু এ সংক্রান্ত কোন বিস্তারিত তথ্য ও উপাত্ত এবং এর ফলে কি প্রভাব ও উন্নয়ন ঘটেছে, সে সংক্রান্ত কোন তথ্যাদি পাওয়া যায়নি।

৫॥ **প্রকল্প ব্যবস্থা ও কারিগরী দিক ছাড়াও পরিবেশ অধিদপ্তরে আরও যে বিষয়গুলো নিরীক্ষার বিবেচনায় এসেছে, তা হলোঃ**

- ব্যয় সংক্রান্ত নিয়ম নীতি যথাযথভাবে অনসৃত না হওয়া।
- প্রাধিকার বহির্ভূত সরকারী যানবাহন ব্যবহারের মাধ্যমে খরচ করা ।
- সরকারী যানবাহন ব্যবহার বাবদ অর্থ প্রদান না করা।

বাংলাদেশ বন গবেষনা ইনষ্টিটিউট এর ফাইন্ডিংস সমূহ ঃ

১. অপ্রয়োজনীয় ভ্রমনের মাধ্যমে সরকারী অর্থ ব্যয়।

২. যানবাহন অব্যবস্থাপনার কারণে, সমাপ্ত প্রকল্পের যানবাহন পরিবহন পুলে জমা না দিয়ে ব্যবহার করা।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যুসমূহ

- **প্রকল্প / প্রোগ্রাম / সম্পদ ব্যবস্থাপনার ইস্যু সমুহ ঃ-**

১. কৌশলগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা কতখানি অর্জিত হয়েছে তা সার্বক্ষনিক মনিটরিং করার জন্য যে তথ্য উপাত্তের সন্নিবেশ করা প্রয়োজন, মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর পর্যায়ে এর ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে। সুতরাং মধ্য মেয়াদী বাজেটের প্রতিটি কৌশলের বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা কতখানি অর্জিত হয়েছে তা মনিটরিং করার জন্য প্রয়োজনীয় ডাটাবেইজ গড়ে তোলা প্রয়োজন।

২. **প্রকল্প সমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে ঃ-** মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলী হলো পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা, বনায়ন,বনজ সম্পদ ও বণ্য প্রাণীর আবাসস্থল রক্ষা, অভয়ারণ্য তৈরী করা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ দেয়া। এই সমস্ড় কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্ড় অধিদপ্তর পর্যায়ে অর্থ বছর ২০০৭-০৮ এ ৪১টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয় (মন্ত্রণালয় পর্যায়ে ৩টি, বন অধিদপ্তরের ২৪ টি পরিবেশ অধিদপ্তরের ১১টি প্রকল্প এবং বাংলাদেশ বন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ৭৭টি গবেষণা কার্যক্রম সহ ৩টি প্রকল্প রয়েছে)। এত অধিক প্রকল্পের কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে একই ব্যক্তিকে বেশ কয়েকটি প্রকল্পের দায়িত্বে দেখা গেছে। একই কাজের জন্য একাধিক প্রকল্প না রেখে বরং একটি সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রকল্পের সংখ্যা কমিয়ে আনা হলে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার সহ মনিটরিংও কার্যকরভাবে করা যাবে।

৩. এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট এর অনেক কর্মসূচীর অর্জিত ফলাফল সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়নি এবং যে সকল ক্যাপাবিলিটি ডেভেলপ করা হয়েছিল তা বজায় রাখা হচ্ছে না।

৪. ঢাকা শহরের নদীগুলোকে রক্ষা করার জন্য কোন শক্তিশালী, কার্যকর ও সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি এবং যে সকল পদক্ষেপ ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে তারও ধারাবাহিকতা নেই।

৫. বন গবেষণা ইনষ্টিটিউটের সমাপ্ত প্রকল্পের গাড়ী পরিবহন পুলে জমা না দিয়ে অননুমোদিতভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

৬. **মানব সম্পদ ব্যবহারে অব্যবস্থাপনা ঃ** এক অফিস থেকে বেতন ভাতাদি প্রদান করে অন্য অফিসে কাজ করানোর প্রবণতা বন অধিদপ্তরে অনেক বেশী লক্ষ্য করা গেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এভাবে ৫ থেকে ১০ বছর বছর পর্যন্ত পোষ্টিং দিয়ে রাখা হয়েছে "যা যৌক্তিক নয়"। এতে কর্মীদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরণের Practice এর বহুল ব্যবহার বন্ধ করা উচিত।

৭. **সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের অব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গেঃ** বনভূমিকে অবৈধ দখল হতে মুক্ত ও বনজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নের লক্ষ্য নিয়ে এই চমৎকার কার্যক্রমটি সূচনা করা হয়। কিন্তু নিম্নলিখিত দুর্বলতার কারণে প্রোগ্রামটি আশানুরূপ সাফল্য বয়ে আনতে পারছে নাঃ-

পরিকল্পনা পর্যায়েঃ

- যারা (dwellers) অবৈধভাবে বনের কাঠ কাটে তাদের প্রনোদিত করে এই কার্যক্রমের আওতায় আনাই ছিল সামাজিক বনায়নের অন্যতম লক্ষ্য। অর্থাৎ ভক্ষককে রক্ষকে পরিণত করা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা করা সম্ভব হয়নি। যার অন্যতম উদাহরণ হলো বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, টাংগাইল এ সঠিকভাবে উদ্বুদ্ধ করতে না পারায় ৮৭.৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সামাজিক বনায়ন কর্মসুচী সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।
- বাংলাদেশে বন উজাড় হওয়ার হার কোন এলাকায় কত, বিরাণ ভূমির পরিমান কত, তা কিভাবে কতদিনে বনায়নের আওতায় আনা হবে এ ধরণের কোন পরিসংখ্যান মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ কোন কার্যালয়ে পাওয়া যায়নি। ফলে স্বাভাবিকভাবে কৌশল ও পরিকল্পনা প্রনয়ণ কতটুকু কার্যকরীভাবে করা হয়েছে সে ব্যাপারে প্রশ্নের উদ্রেক হয়।

বাস্তবায়ন পর্যায়েঃ

- বাগান করার আগে যথাযথভাবে প্রনোদনা দেয়া হচ্ছে না। ফলে উপকারভোগীদের মধ্যে মালিকানাস্বত্ব (ownership) এর সৃষ্টি হচ্ছেনা।
- রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন বাজেটের বনায়ন কার্যক্রমে বরাদ্দের ভিন্নতা লক্ষ্য করা গেছে। এতে করে রাজস্ব বাজেটে গড়ে উঠা বনগুলো বাজেট স্বল্পতার জন্য সমস্যা কবলিত হচ্ছে।
- বনভূমির পরিমাপের তুলনায় বনরক্ষকের সংখ্যা অপ্রতুল। অন্যদিকে সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের চুক্তি অনুসারে উপকারভোগীদেরই বন রক্ষা করার কথা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আলাদাভাবে পাহারাদার নিয়োগ দেয়া হচ্ছে তাদের কাজের কোন মূল্যায়ণ না করেই পেমেন্টও দেয়া হচ্ছে।
- উপকারভোগীদের অর্থ সময়মত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বন্টন না করায় উপকারভোগীদের উৎসাহ হ্রাস পাচ্ছে।
- কোন রিসোর্স একাউন্টিং কিংবা ফাইন্যান্সিয়াল প্রক্ষেপন নেই। অর্থাৎ যে সামাজিক বনায়ন তৈরী করা হলো ৫-১০ বছর পর এর থেকে কি পরিমাণ সম্পদের সৃষ্টি হতে পারে, তা জানা যায় না। এতে করে
    - বনের বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রক্ষেপনের সাথে তুলনা করা সম্ভবপর হয়না।
    - কার্যক্রমটি লাভজনক হয়েছে কিনা জানা সম্ভবপর হয়না।
- এসটিডি হিসেবে অর্জিত সুদ সরকারী ট্রেজারীতে জমা না দেওয়া এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এসটিডি হিসেবে সুদ চার্জ না করায় সরকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।
- দারিদ্র ও জেন্ডার ইস্যুর উপর সামাজিক বনায়নের কার্যক্রমের মাধ্যমে কোন ধনাত্মক প্রভাব ফেলা সম্ভবপর হয়েছে কিনা, এ ধরণের কোন তথ্যাদি জানা কিংবা পরিমাপ করার কোন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও ডাটাবেজ দেখা যায়নি।

➢ **আর্থিক ব্যবস্থাপনার ইস্যু সমুহ ঃ-**

১. **সাধারণ ভবিষ্য তহবিল পরিচালনায় অব্যবস্থাপনাঃ-** বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের ১৭টি অফিস নিরীক্ষার অধীনে আনা হয়। তার সব কটিতেই নিম্নলিখিত দুর্বলতাগুলো বিদ্যমানঃ-

- জিপিএফ ব্যালান্স রেজিষ্টার সংরক্ষণ না করার ফলে কার কত জিপিএফ ব্যালান্স তা সব পর্যায় থেকে জানা যায়না এবং প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের সাথে কার্যকর রি-কনসিলিয়েশন করাও হয়না।
- জিপিএফ কর্তন ও অগ্রিম সংক্রান্ত প্রেরিত তথ্যাদি বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যালয় থেকে সিএও অফিসের বিভিন্ন লেজারে আপ-টু-ডেট পোষ্টিং না দেয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই ওভার পেমেন্ট হচ্ছে।
- অনেকক্ষেত্রে বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যালয় থেকে বদলীজনিত কারণে যে এলপিসি (লাষ্ট পে-সার্টিফিকেট) ইস্যু করা হয়, তাতে জিপিএফ অগ্রিম ও অন্যান্য অগ্রিম এর বিস্ড়রিত তথ্য অনেক ক্ষেত্রেই থাকেনা। ফলে অতিরিক্ত পেমেন্ট হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে।

২. **BFRI অফিসারদের অপ্রয়োজনীয় ভ্রমন ব্যয়ঃ-** নমুনায়নের ভিত্তিতে BFRI এর শুধুমাত্র মে ও জুন,২০০৮ এর ভ্রমন বিল পরীক্ষা করা হয়। এতে দেখা যায়, ৩,৩৭,৪৫৯/- টাকা ভ্রমন বিলে ভ্রমনের উদ্দেশ্য কি ছিল উলে□খ নেই, অফিস অর্ডারেরও কোন রেফারেন্স নেই, যাতে করে এর সঠিকতা সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হয়।

৩. বন পাহারার জন্য যে পাহারাদার নিয়োগ করা হয়েছে তাদের কার্য সম্পাদন বা কার্যের মূল্যায়ন ছাড়াই তাদের পেমেন্ট করা হয়েছে। অথচ সামাজিক বনায়ন আইন ২০০৪ অনুসারে এই গাছ পাহারা দেয়ার দায়িত্ব উপকারভোগীদের এবং এই পাহারা দেয়ার জন্য তারা আলাদা কোন ভাতাদিও পাবেননা।

➢ **এমটিবিএফ ব্যবস্থাপনার ইস্যু সমূহ ঃ-**

মন্ত্রণালয়ে এমটিবিএফ সিস্টেমের প্রথম বছর মাত্র অতিবাহিত করেছে। কিন্তু যে প্রধান দুর্বলতাগুলো লক্ষ্য করা গেছে, তা হলো–

- কার্যকর বাজেট ম্যানেজমেন্ট কমিটি (বিএমসি) না থাকাঃ- বিএমসি'র কার্যাবলী সংক্রান্ড় অর্থ মন্ত্রণালয় এর যে নির্দেশনা রয়েছে, তা বিএমসি কর্তৃক সঠিকভাবে প্রতিপালিত হয়নি, এক্ষেত্রে বিএমসি কে আরও কার্যকর হওয়া আবশ্যক।
- নীড এ্যাসেসমেন্ট (Need assessment) যথাযথ না হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই সম্পদ বন্টন যথাযথ হয়নি ব্যয় করা যায়নি আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পদের অভাবে সন্ড়োষজনক অগ্রগতি হয়নি।

➢ **জেন্ডার এবং দারিদ্র সম্পর্কিত ইস্যু সমুহ ঃ-**

- দারিদ্র দূরীকরণ জাতীয় কৌশল পত্র (NSAPR) অনুযায়ী নারীর ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র দূরীকরণ ইস্যূ সমূহকে এমটিবিএফ এ কার্যকরভাবে আলোচিত (Address) করার কথা। কিন্তু এখন পর্যন্ড় মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী দ্বারা ইস্যু সমূহ কতখানি আলোচিত (Address) করা সম্ভব হয়েছে তা জানার জন্য কোন কার্যকর ব্যবস্থা দেখা যায়নি।
- মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষার অভিজ্ঞতা ও ফাইন্ডিংস এর সাথে নারীর ক্ষমতায়ন ও দরিদ্রতা সম্পর্কিত যে তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে, এর মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ্য করা গেছে।

🗁 **ক্ষতি ও অনিয়মের কারণসমূহ ঃ-**

বন বিভাগের পেমেন্ট সিস্টেম এ দুর্বলতার কারণসমূহ ঃ-

- কাজের বিভাজন (Job Distribution) না থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই একজন ব্যক্তি বিল তৈরী ও পরিশোধের কাজ করে থাকেন। এতে করে মধ্যবর্তী কোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় খুব সহজেই তার পক্ষে বিলের অংশ সমূহের পরিবর্তন করা সহজতর হয়।
- পেমেন্ট সিস্টেমে উর্দ্ধতন কর্মকর্তা কর্তৃক সুপারভিশন ও মনিটরিং এর অভাব রয়েছে।

জিপিএফ ব্যবস্থাপনা ঃ-

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ দুর্বল।
- যথাযথ ডকুমেন্টেশন নেই।
- মেয়াদী ও ক্রস চেকিং এর কোন ব্যবস্থা না থাকায় লেজার সমূহ যথাসময়ে আপডেট করা হচ্ছেনা।

এমটিবিএফ ব্যবস্থাপনা ঃ-

- এখনও অনেকের কাছেই এমটিবিএফ সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা গড়ে উঠেনি।
- এই নতুন ধারণাটি সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও নতুন চিন্তাধারা প্রয়োগের অভাব লক্ষ্য করা যায়।
- কৌশল সমূহের পূর্ণ প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়নি।
- বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ ও বাজেট মনিটরিং কমিটি পূর্ণাঙ্গ মাত্রায় কর্মক্ষম না হওয়া।
- বাজেট ওয়ার্কিং কমিটিকে কর্মতৎপর করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও তথ্যাদি সংগ্রহের সিস্টেম নেই।
- এমটিবিএফ এর অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য প্রয়োজনীয় মনিটরিং ব্যবস্থা নেই ।
- এমটিবিএফ এ প্রত্যেক দপ্তর এর কি লক্ষ্য অর্জন করতে হবে এক্ষেত্রে সবার সম্যক ধারণা নেই।

প্রোগ্রাম/ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ঃ-

অযৌক্তিক কালক্ষেপন ও সময়মত সামাজিক বনায়নের বিক্রয়লব্ধ অর্থ উপকারভোগীদের মধ্যে বন্টন না করার কারণসমূহ ঃ-

- সামাজিক বনায়ন বিধি ২০০৮ বাস্তবায়ন না করা।
- উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সামাজিক বনায়নের অগ্রগতি কার্যকরভাবে মনিটরিং না করা।
- সমস্যা সমাধানে সময়মত সিদ্ধান্ত না নেয়া, এবং সময়মত অর্থ বন্টনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগের অভাব।
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বন্টনের সিস্টেমটি কার্যকরভাবে কাজ না করা।
- বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত ও বিক্রয়লব্ধ অর্থ বন্টনের প্রক্রিয়াটি একই সাথে পরিকল্পনা না করা ।
- উপকারভোগীদের অনেক ক্ষেত্রেই বন্টন প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকা।
- অনেক ক্ষেত্রেই উপকারভোগীদের উত্তরাধিকার যথাযথভাবে মনোনয়ন না করা।

বাজেট ও রাজস্ব আয় ঃ-

বন বিভাগ কাঠ ও বনজ সম্পদ বিক্রয় করে রাজস্ব আহরণ করে থাকে এবং পরিবেশ অধিদপ্তর বিভিন্ন ছাড়পত্র ইস্যু ও পরিবেশ বিষয়ক আইন, নিয়ম বাস্তবায়নের জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে থাকে এবং সেক্ষেত্রে কোন ব্যতয় পরিলক্ষিত করলে জরিমানা আদায় করে থাকে। নিরীক্ষার মূলতঃ দেখা হয়েছে এই আয় সমূহ যথাযথভাবে নির্ণয়, সংগ্রহ ও সরকারি ট্রেজারীতে জমা দেওয়া হয়েছে কিনা। কিন্তু এটি অনেকক্ষেত্রেই যথাযথভাবে প্রতিপালন হচ্ছে না, কারণ -

- যথাযথ প্রাক্কলন করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব।
- আয় বৃদ্ধির জন্য কার্যকর প্রো-এ্যাকটিভ কার্যক্রমের অভাব।
- সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের বিভিন্ন ব্যাংকে হিসেবে অর্জিত সুদ সরকারি ট্রেজারীতে জমা না দেয়া।

জেন্ডার ও দারিদ্র ইস্যুঃ-

- মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের এ সংক্রান্ত স্বচ্ছ ধারণার অভাব রয়েছে।
- এক্ষেত্রে স্বতস্ফুর্তভাবে নতুন কোন কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ লক্ষ্য করা যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ ঃ-

মন্ত্রণালয় ও বিভাগ সমূহের জন্য এমটিবিএফ পদ্ধতিটিকে সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়ন করার সহায়ক স্বরূপ নিম্নলিখিত সুপারিশ সমূহ করা হয়েছে ঃ-

মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামোতে যে কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে তা অর্জনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং তা করতে হলে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর ও সংগঠনের মধ্যে কার্যকর নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। সেই সাথে নিম্নলিখিত সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে:-

১. লক্ষ্য অর্জনের জন্য মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তর সমূহে কার্যকর কৌশলগত পরিকল্পনা প্রনয়ন করা দরকার। অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণ এবং তা অর্জনের জন্য বিভিন্ন দপ্তর ও কার্যাবলী সমূহের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় গড়ে তোলা এবং সর্বোপরি কার্যকর বাস্তবায়ন অগ্রগতি, পারফরমেন্স পরিমাপক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রয়োজনীয় সম্পদ তথা মানব সম্পদ, সাংগঠনিক কাঠামো এবং প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেয়া প্রয়োজন।

২. এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার এর উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

৩. বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ/বাজেট মনিটরিং কমিটিকে শক্তিশালী করার জন্য উদ্যোগী হয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। মন্ত্রণালয়ে সীমিত পর্যায়ে বিএমসি কাজ শুরু করলেও অধিদপ্তর পর্যায়ে এটিকে কার্যকর দেখা যায়নি। বি,ডব্লিউ,সি/বি,এম,সি'র টি,ও,আর (TOR)এ যে কার্যক্রম বর্নিত আছে তা যথাযথ ও সত্যিকারভাবে বাস্তবায়ন ও অর্জন হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য উচ্চ পর্যায়ে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন।

৪. এমটিবিএফ ব্যবস্থার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে এটিকে আরও জনপ্রিয় করে তোলা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এই সংক্রান্ড় প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। এমটিবিএফ সংক্রান্ত বুকলেট/ব্রোসিওর/ হ্যান্ডবুক বিতরণ করতে হবে যাতে বিষয়টি তাদের কাছে সহজে বোধগম্য ও বাস্তবায়নে যেন তারা উদ্যোগী হন। অর্থ মন্ত্রণালয়ও এক্ষেত্রে এমটিবিএফ মন্ত্রনালয় এর কর্মকর্তাদের সাথে আরও বেশী যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে পারে যাতে করে এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ নির্দেশনা দেয়া সম্ভবপর হয়।

৫. মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে মধ্য মেয়াদী কৌশল, উদ্দেশ্য ও প্রধান কার্যাবলী অনুসারে তথ্য ভান্ডার (ডাটাবেইজ) গড়ে তুলতে হবে। এতে করে যথাযথ কৌশল নির্ধারণ, কাজের অগ্রগতি ও পারফরমেন্স মূল্যায়ন করা সহজতর হবে। প্রত্যেক এক্সিকিউটিভ ইউনিটকে অর্থ বছরের

শুরুতেই তার জন্য নির্ধারিত কৌশলগত উদ্দেশ্য ও প্রধান কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। স্থায়ী ডাটাবেইজ ব্যবহার করে মধ্য মেয়াদী লক্ষ্য ও পারফরমেন্স ইন্ডিকেটর কতখানি অর্জিত হলো তা জানার জন্য কার্যকর রিপোর্টিং ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

৬. মন্ত্রনালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন। বন বিভাগের জন্য এটি খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে প্রি-অডিট ব্যবস্থা কার্যকর নেই। কাজেই এখানে সাংগঠনিক কাঠামো এমন হতে হবে যেন, কার্য বন্টন ও কার্য বিভাজন যথাযথ হয় এবং কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

৭. সামাজিক বনায়নের উপকারভোগীদের অর্থ বিতরণের জন্য ক্রাশ প্রোগ্রাম গ্রহণ করতে হবে। মূলতঃ বিতরণ কমিটিকে একই সাথে গাছ বিক্রয় ও বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিতরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিৎ।

৮. বন বিভাগের মাঠ পর্যায়ের লোকবলের খুব ঘন ঘন বদলী এবং এক জায়গায় পোষ্টিং দিয়ে অন্য স্থান থেকে বেতন ভাতাদি প্রদান করার প্র্যাক্টিস এর বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সুষ্ঠুভাবে কার্য সম্পাদন ও যথাযথ পে-রোল ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য এই ধরণের প্র্যাক্টিস এর বহুল ব্যবহার বন্ধ করা উচিৎ।

৯. সিনিয়র কর্মকর্তা কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের সুপারভিশন ও মনিটরিং আরও জোরদার করা উচিত, মাঠ পর্যায়ের সমস্যা সমূহ (এমটিবিএফ সম্পর্কে পরিস্কার ধারণার অভাব, টিএ বিল, মেরামত ও সংরক্ষণ বাজেটের স্বল্পতা ইত্যাদি) সম্পর্কে গৃহীত ধারণা শীর্ষ ব্যবস্থাপনার পক্ষে সমস্যা উত্তরণের জন্য মাঠ পর্যায়ে যথাযথ নির্দেশনা দান করা সহজতর হবে।

১০. প্রকল্প সমূহের অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে, যাতে করে প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে তার কার্যসমূহ সম্পাদিত করতে পারে তা নিশ্চিত করা সম্ভবপর হয়।

১১. মন্ত্রণালয়/দপ্তর সমূহকে এমটিবিএফ উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে তাদের কার্যক্রম/প্রকল্প/ কার্যাবলী সম্পর্কিত ষান্মাসিক /বাৎসরিক-পারফরমেন্স পরিসংখ্যান প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়। যে বিষয়সমূহ এতে অন্তর্ভূক্ত করা উচিত –

- প্রকল্প/প্রোগ্রাম/ কার্যাবলী সম্পাদনের নির্ধারিত সময়সীমা এবং অর্জন, মনিটরিং করা হয়েছে কিনা, করা হলে কি ধরণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত তথ্যাদি।

- এমটিবিএফ উদ্দেশ্য ও কৌশল/ চুক্তি অনুসারে প্রকল্প/কার্যক্রম সমূহ সম্পাদিত হচ্ছে কিনা।

- প্রকাশিত তথ্যের আলোকে কোন সংশোধিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকলে তার অ্যাকশন প্ল্যান এর অগ্রগতি উল্লেখ করা।